বিশ শতকের নির্বাচিত বাংলা ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার]

গবেষক: মৌমিতা দাস

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE1601021

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 06.08.2021

তত্ত্বাবধায়ক: ড. ব্রতী গায়েন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা– ৭০০০৩২

২০২৫

গবেষণা প্রশ্ন

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল অর্থাৎ ত্রিভুবন, ত্রিকাল, ত্রিনয়ন— ত্রয়ীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বহু আগে থেকে অব্যাহত। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সর্বত্র ত্রি-কোণ, ত্রিস্তর ও ত্রিভুজের জয়-জয়কার ছিল। ফলে সময়ের সঙ্গে কবি, শিল্পী, লেখকদের মধ্যে ত্রয়ীর দুর্বার আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তিনটি একক উপন্যাসের সমন্বয়ে একটি ত্রয়ী উপন্যাস তৈরি হয়। আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ করলে ত্রয়ী উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব।

একক উপন্যাসের কাঠামো বিশ্লেষণ নিয়ে পূর্বে খুব বেশি চর্চা হয়নি। উপন্যাস ট্রিলজি কি একক উপন্যাসের থেকে আলাদা, না কি একক উপন্যাসের পরিবর্ধিত রূপ? —এই প্রশ্নটি ইতিপূর্বে কখনও আলোচিত হয়নি। যদি আলাদা হয়ে থাকে তাহলে তা কোথায় কীভাবে পৃথক হয়ে উঠছে তা দেখানো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এই অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে আখ্যানতত্ত্ব নির্ধারিত উপাদানসমূহ। যার মধ্যে অন্যতম হল— কাহিনি, চরিত্র, কথন, নিরীক্ষণ ও সময়ের ব্যবহার। উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো কীভাবে নির্মিত হয় এবং আখ্যান কাঠামোর প্রাথমিক উপাদানগুলি কী কী, সেই সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো সম্পর্কে ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা। উপন্যাস ট্রিলজির আখ্যান কাঠামোর গঠন দ্বারা একক উপন্যাসের কাঠামোর সঙ্গে উপন্যাস ট্রিলজির আখ্যান কাঠামোর কোনোরকম পার্থক্য তৈরি হচ্ছে কিনা সেই সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা।

বিশ শতকের নির্বাচিত তিন ঔপন্যাসিকের (গোপাল হালদার, আশাপূর্ণা দেবী ও মণিশংকর মুখোপাধ্যায় বা শংকর) তিনটি ট্রিলজির আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ করে, ট্রিলজি ফর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে দেখিয়ে বাংলা সাহিত্যে ট্রিলজি ফর্মের বিশেষ গঠনকে দেখার চেষ্টা করা।

কাহিনির বিশেষত্ব দ্বারা ট্রিলজি সাহিত্যে বিশেষ কোনো নতুন ধারা তৈরি করছে কিনা সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে চরিত্রের বিভিন্নতা, চরিত্রের বিশেষত্ব, শ্রেণিবিভাগ ও পরিবর্তন তৈরি হয়। এর ফলে আখ্যানের গঠনে বিশেষত্ব নির্মিত হয়। কথনের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ট্রিলজির ভাষাগত বিভিন্ন দিককে নির্মাণ করা সম্ভব হয়। কথনের উপস্থাপনা ট্রিলজিতে বিশেষত্ব তৈরি করছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করা। নিরীক্ষণ দ্বারা কথকের অবস্থান, ভূমিকা ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। ট্রিলজিতে নিরীক্ষণ বিশেষত্ব নির্মাণ করছে কিনা সে সম্পর্কে ধারণা তৈরির চেষ্টা করা। বেশিরভাগ ট্রিলজি একটা বড়ো সময় প্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। ফলে সময় যেহেতু ট্রিলজির অন্যতম একটি উপাদান, আখ্যানের কাঠামোতে কীভাবে তা এসেছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য তৈরি করছে কিনা সেই সম্পর্কে ধারণা তৈরির চেষ্টা করা। মূলত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ আমাদের সংশ্লিষ্ট গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

'বিশ শতকের নির্বাচিত বাংলা ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ'— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের পর বিষয়ের অভিমুখ অনুসারে বিশ শতকের তিনজন ঔপন্যাসিকের তিনটি ট্রিলজি ও আখ্যানতত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় আকর গ্রন্থ একাধিক গ্রন্থাগার ও আন্তর্জালিক আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- আকর গ্রন্থের পাশাপাশি বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেগুলি একাধিক গ্রন্থাগার ও আন্তর্জালিক আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে প্রস্তাবনা, ভূমিকা, বিষয়ানুসারে সাতটি অধ্যায়, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি— এইরকম বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের আখ্যানতত্ত্বে উপর ভিত্তি করে বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনভিত্তিক কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় অভ্র সফটওয়্যারে কালপুরুষ ফন্টে ১৪ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মাঝে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.১৫।
- গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি কালপুরুষ ফন্টে ১২ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দুটি লাইনের মাঝে ব্যবধান ১.০ রাখা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে Block Quotation ব্যবহার করা হয়েছে।
- উদ্ধৃতি ছাড়া সম্পূর্ণ গবেষণা অভিসন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
- তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণে Chicago Manual of Style-এর সপ্তদশ সংস্করণ (17^{th} Edition) ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যসূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ফুটনোট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

বিষয়ভিত্তিক চর্চার বাইরে গল্প ও উপন্যাসের চর্চা ভাষাভিত্তিক আখ্যান কাঠামো নির্মাণের দিকে গেলে তা গতানুগতিকতাকে ভেঙে বেরোয়। ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্বে এই কাঠামো নির্মাণ একটি বিশেষত্ব তৈরি করে, যা কাহিনির গঠনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরে। লেখক বা ঔপন্যাসিক কাঠামো গঠন করে গল্প-উপন্যাস রচনা না করলেও প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ সম্ভব, এবং সেই কাঠামো দ্বারা একটি কাহিনির অধোগঠনের উপাদান সম্পর্কে জানাও সম্ভব। এই জানার আগ্রহ থেকে আখ্যানতত্ত্বে কাঠামো নির্মাণ ও চর্চার দিক পরিবর্তন হয়।

বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম একটি আধুনিক সংরূপ হল উপন্যাস। উপন্যাসকে সাধারণত দেখা হয়ে থাকে বিষয়ভিত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে অন্যতম রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তত্ত্বপ্রধান ইত্যাদি। আখ্যানের এই বিষয়ভিত্তিক চর্চাকে সমর্থন করে রিচার্ডসন বলছেন— 'Now Narrative is everywhere'। অন্যদিকে রয়েছে ভাষাভিত্তিক গঠনগত আলোচনা। আখ্যান কাঠামো নির্মাণ গঠনভিত্তিক একটি দিক, যার দ্বারা কাহিনির গঠনগত বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা যায়। আখ্যানের ঐতিহ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে আখ্যানতত্ত্ব বিষয়টি পশ্চিমি সাহিত্যের তত্ত্ব থেকে এসেছে। প্রতিটি দেশ ও সংস্কৃতির নিজস্ব আখ্যান ঐতিহ্য আছে কিন্তু বিশ শতকে পশ্চিমি সাহিত্য সংস্কৃতিতে তা ধারাবাহিকভাবে সূত্রায়িত হতে থাকে। সাহিত্য নির্ভর আখ্যানের পরিধি ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্ব থেকে উত্তর ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার সাহিত্য বহির্ভূত আখ্যানের চর্চা খুব বেশি দিনের নয়। অর্থাৎ আখ্যানের চর্চা দুটি ভিন্ন ঐতিহ্যে রয়েছে— সাহিত্য-নির্ভর (Literary Narratology) ও সাহিত্য বহির্ভূত (Narrative Turn)। অনেক আখ্যানতাত্ত্বিক মনে করেন সাহিত্য নির্ভর আখ্যানতত্ত্ব আখ্যানের একমাত্র তত্ত্ব নয়। আখ্যানের এমন অনেক তত্ত্ব আছে, যা সাহিত্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। তবে আমাদের আলোচনা সাহিত্য নির্ভর আখ্যানতত্ত্বে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সাহিত্য বহির্ভূত আখ্যানচর্চা একটা সমান্তরাল পরিসরে এগিয়েছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে সমাজবিজ্ঞান। আখ্যানের ধারণাটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ধারণার মতো ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের ভিতরে আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায়। এছাড়া মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান, গবেষণা বিষয়েও আখ্যানের পরিসর ব্যাপ্ত হতে থাকে। সাহিত্য বহির্ভূত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আখ্যানমুখী প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এর ফলে আন্তঃবিষয়ক সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। এর পরেও আখ্যানতত্ত্বের ইতিহাস লেখা হয়। সাহিত্যকেন্দ্রিক আখ্যানতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের আখ্যানমুখীনতায় একটা পার্থক্য তৈরি হয়। ধ্রপদি আখ্যানতত্ত্বে নির্মিতিবাদের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানসম্মত গঠন তৈরি হয়।

আখ্যানের উৎস সন্ধান গঠনবাদ (Structuralism) থেকে শুরু হয়। ইউরোপের একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন গঠনবাদ। গঠনবাদ কেবল ভাষা ও সাহিত্যে নয়, সমাজবিদ্যা, দর্শনেও একটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের শুরুতে আখ্যানতত্ত্বের পূর্বসূরি হিসাবে প্লেটো অ্যারিস্টটল থেকে অনেকে ইতিহাসকে ধরেছেন। ১৯৬০ এর দশক থেকে আখ্যানতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অমিতাভ দাস তাঁর *আখ্যানতত্ত্ব* গ্রন্থে আখ্যানের সীমা নিয়ে আলোচনা করেন। অলোক চক্রবর্তী তাঁর *আখ্যানের তত্ত্বভুবন* গ্রন্থে আখ্যানের তত্ত্ব ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপন্যাস ট্রিলজি নিয়ে ইতিপূর্বে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হলেও আখ্যানের কাঠামোভিত্তিক আলোচনা বিশেষ দেখা যায় না।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ধারায় পরিবর্তন হয়েছে, তাতেই একেবারে আধুনিক ধারা হিসেবে উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। প্রথমে উপন্যাসে গদ্য আখ্যানের ধারা লক্ষ করা যেত। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপন্যাস রচনার নানা কৌশল তৈরি হয়েছে। ইতিহাস, রাজনীতি, জীবনী, আত্মজীবনী, চিঠি, ডায়েরি ও নাটকের রীতিতে উপন্যাস লেখা শুরু হয়। নানারকম নতুন নতুন ধারা উপন্যাসের বৈচিত্র্য বাড়াতে থাকে। তেমনি একটি উপন্যাসের ধারা ‘ট্রিলজি’। ট্রিলজি বলতে এক সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মকে বোঝায়, যার মধ্যে আখ্যানগত পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক থাকে। ইংরেজি শব্দ ‘Trilogy’, যার বাংলা পারিভাষিক ‘ত্রয়ী’,

যদিও অনেকে ত্রিলেখ, ত্রিক, ত্রিধা বলে থাকেন। ত্রয়ী উপন্যাস বা উপন্যাসে ট্রিলজি বলতে মূলত বোঝায় যদি কোনো উপন্যাসের তিনটি পর্ব থাকে এবং কাহিনিতে, চরিত্রে একটা ধারাবাহিকতা থাকে, তবেই তা ট্রিলজি হয়ে ওঠে। সমস্ত বাংলা উপন্যাস ট্রিলজিতে আমরা এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য না খুঁজেও পেতে পারি। কারণ, বেশ কিছু ট্রিলজি পূর্ব পরিকল্পিত হয়। তাই চরিত্রের ও কাহিনির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। আবার কিছু ট্রিলজিতে কাহিনি, ও কাহিনির সময় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে চরিত্রের ধারাবাহিকতা থাকে না, কেবল সময়ের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। প্রায় প্রতিটি ট্রিলজিতে সময়ের একটা ধারাবাহিকতা আছে, নির্দিষ্ট সেই সময় যেন তিন পর্বকে পরিচালনা করছে। ট্রিলজি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় *বাংলা উপন্যাসের ট্রিলজি* গ্রন্থটিতে বলেছেন— সাহিত্যে চিত্রকলায় সংগীতে আছে একধরনের ফর্ম, জাঁর (genre) ব্যবহৃত হয়। যাকে বলা হয় ট্রিলজি (trilogy)। আভিধানিক অর্থে 'Trilogy' কথার অর্থ— 'series of three connected literary works'। গ্রিক শব্দ 'Trilogia' থেকে ইংরেজি Trilogy শব্দটি এসেছে। যার বাংলায় পারিভাষিক শব্দ হল ত্রয়ী। প্রাচীন সময় থেকে এই ফর্মের প্রচলন ছিল। 'Dionysia' নামক এক প্রাচীন গ্রিক উৎসবে এই ফর্মের প্রচলন হয়। *The Oresteia* (*Agamemnon, The Libation bearers, The Eumenides*)— একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রিলজি নাটক। যা অনুষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫৮ তে। ট্রিলজিতে তিনটি পর্ব থাকে। 'Trilogy' শব্দের 'Tri' শব্দের অর্থ 'three' অর্থাৎ তিন; ট্রিলজিতে তিনটি পর্ব থাকার কারণ নিহিত আছে এই শব্দের মধ্যেই। ইংল্যান্ড, আফ্রিকা, আরবি সাহিত্যেও এই ধারা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ট্রিলজি আছে।

গবেষণায় আমরা বিশ শতকের তিনজন ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার, আশাপূর্ণা দেবী এবং মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (শংকর) তিনটি ট্রিলজির আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে আখ্যান কাঠামোর মূল উপাদানগুলিকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। উপন্যাস ট্রিলজির আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণের দ্বারা ট্রিলজির গঠনগত দিকটি

স্পষ্টরূপে লক্ষ করা যাবে। আখ্যান কাঠামোর মূল উপাদান কাহিনি, চরিত্র, সময়, নিরীক্ষণ ও কথন কীভাবে উপন্যাস ট্রিলজির কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে তা দেখানো আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণ উপন্যাসের কাঠামোর সঙ্গে ট্রিলজির কাঠামোয় কোনো ভিন্নতা লক্ষ করা যাচ্ছে কিনা তা লক্ষণীয়।

গবেষণার কাজকে ভূমিকা, মূল সাতটি অধ্যায়, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিতে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: একক উপন্যাস ও ত্রয়ী উপন্যাসের উৎপত্তি, অর্থ বিশ্লেষণ ও সময়ের বিশেষত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়: আখ্যানতাত্ত্বিকদের আখ্যানতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো গঠনের প্রাথমিক ধারণা

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় কাহিনি বা Story-এর ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় চরিত্র বা Character-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় কথনের উপস্থাপনা এবং কথক-কথন-পাঠক সম্পর্ক

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় নিরীক্ষণ বা Focalization-এর ভূমিকা

সপ্তম অধ্যায়: বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় সময় বা Time-এর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়

একক উপন্যাস ও ত্রয়ী উপন্যাসের উৎপত্তি, অর্থ বিশ্লেষণ ও সময়ের বিশেষত্ব

সাহিত্যের বিবর্তনের পথে নানা সংরূপের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটেছে। উপন্যাস হল সাহিত্যের অন্যতম একটি আধুনিক সংরূপ। উপন্যাস হল বিশেষ রূপে স্থাপন। অর্থাৎ, উপন্যাস হল কাহিনিকে বর্ননা করার একটি বিশেষ কৌশল। উপন্যাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Novel' এর আভিধানিক অর্থ হল—

> The term "novel" is now applied to a great variety of writings that have in common only the attribute of being extended works of fiction written in prose.[১]

ইতালিয়ান শব্দ 'Novella' (literally, "a little new thing") থেকে ইংরেজি 'Novel' শব্দটি এসেছে। গদ্যে লেখা বর্ণনাত্মক এক কাহিনি হল উপন্যাস, যা মানুষের জীবনের কথা বাস্তবরূপে চিত্রিত করে তোলে। জীবনের বাস্তবরূপ নয়, তার সঙ্গে একটা সময়ের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় উপন্যাসে। প্রাচীন কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে, কবিতায়, আখ্যায়িকায়, নাটকে, সমাজ ও সমাজের মানুষের কথা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ছবি ছিল, যা উপন্যাসে দেখা যায়। উপন্যাসের লক্ষণ ও উপাদানগুলি কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্যে ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রাচীন সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে নতুন সাহিত্য সংরূপ সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্র বিচিত্র হওয়ার কারণে উপন্যাসে নানা শ্রেণি-উপশ্রেণি লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণি হল— ট্রিলজি বা ত্রয়ী উপন্যাস।

সাহিত্যের অন্যতম একটি ফর্ম বা ধারা ট্রিলজি। বিশ্বসাহিত্যে নজর দিলেও যেমন এই ধারা দেখা যাবে, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও এই ধারা দেখা যাবে। ত্রয়ী বা ত্রিলেখ বা ত্রিধা নামে বাংলা সাহিত্যে এই ধারা প্রচলিত। এই ধারায় তিনটি পর্ব বিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ কাহিনি থাকে। গ্রিক নাটকে এই ফর্মের ব্যবহার প্রথম দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি সাহিত্যের ধারায় এই ফর্মের ব্যবহার দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যের ধারায় উপন্যাসে এই ফর্মের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। 'Trilogy' শব্দের 'Tri' শব্দের অর্থ

'Three' অর্থাৎ তিন। গ্রিক শব্দ 'logia' অর্থে বাচন বা শব্দ যা লিখিত অথবা মৌখিক। ট্রিলজিতে তিনটি পর্ব থাকার কারণ এই শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে। 'Trilogia' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় –

> A trilogy is a series of three connected literary works may be fiction or any other branch of creative arts.[২]

ডায়োনিসাস উৎসবে তিনটি ট্র্যাজেডি ও একটি স্যাটায়ার মিলিয়ে একটি Tetralogy মঞ্চে অনুষ্ঠিত হত। তিনটি ট্র্যাজেডিকে বলা হত। তাই গ্রিক ট্রিলজি সম্পর্কে যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাতে বলা হচ্ছে— "The set of three tragedies from a tetralogy is called a trilogy."[৩] গ্রিক ট্রিলজিগুলির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ট্রিলজি *Oresteia (ওরেস্টিয়া)*। গ্রিক নাটকে ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার এই নাটকেই প্রথম দেখা যায়। ইংরেজি, রুশ, আরবি, আফ্রিকান ইত্যাদি বিদেশি সাহিত্যের ধারায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ট্রিলজি আছে। এই প্রসঙ্গে John Galsworthy এর *The Forsyte Saga*, Robertson Davies এর *Deptford Trilogy*, S. Burroughs এর *Nova Trilogy* উল্লেখযোগ্য। বাংলা ট্র্যাজেডি, কমেডি, সনেট, রোমান্টিক প্রভৃতি পরিভাষার মতো ট্রিলজি বা ত্রয়ী শব্দটি সাহিত্যের ধারায় প্রচলিত হয়ে যায়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন— "যা এক কথায় বলা যায় তার জন্যে কখনও তিন কথা খরচ করবে না"[৪]— এই কথার সূত্রে বারবার একটা প্রশ্ন উঠে আসে কেন একটা উপন্যাস না লিখে তিনটি পর্বে উপন্যাস লিখতে হল? সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে উপন্যাস ট্রিলজির আসলে তফাৎটা কোথায়? দীর্ঘ একটা উপন্যাস না লিখে, কেন প্রয়োজন হয় তিন পর্বে ভাগ করার? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধানের প্রথমে ট্রিলজি ফর্ম বা ধারার প্রাথমিক ধারণা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস সংরূপে এই ফর্মের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ট্রিলজিগুলি হল—

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস— *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫), *আর্বত* (১৯৩৭), *মোহনা* (১৯৩১)।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর ত্রয়ী উপন্যাস— *ময়ূরাক্ষী* (১৯৩৬), *গৃহকোপতী* (১৯৩৭), *সোমলতা* (১৯৩৮)।

গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস— *একদা* (১৯৩৯), *অন্যদিন* (১৯৫০), *আর একদিন* (১৯৫১)।

পঞ্চাশের পথ (১৯৪৪), *ঊনপঞ্চাশী* (১৯৪৫), *তেরশ পঞ্চাশ* (১৯৪৬)।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ত্রয়ী উপন্যাস— *কলকাতার কাছেই* (১৯৫৭), *উপকণ্ঠে* (১৯৬০), *পৌষ ফাগুনের পালা* (১৯৬৪)।

আশাপূর্ণা দেবর ত্রয়ী উপন্যাস— *প্রথম প্রতিশ্রুতি* (১৯৬৪), *সুবর্ণলতা* (১৯৬৭), *বকুলকথা* (১৯৭৪)। (*সত্যবতী ট্রিলজি*— পৌষ, ১৪২০)

গৌরকিশোর ঘোষের ত্রয়ী উপন্যাস— *জল পড়ে পাতা নড়ে* (১৯৭৮), *প্রেম নেই* (১৯৮১), *প্রতিবেশী* (১৯৯৫)।

চিত্তরঞ্জন মাইতির ত্রয়ী উপন্যাস— *নির্জনে খেলা* (১৯৯৪), *নির্ঝরের গান* (১৯৯৫), *তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি* (১৯৯৬)।

অসীম রায়ের ত্রয়ী উপন্যাস— *একালের কথা* (১৯৫৩), *গোপালদেব* (১৯৫৫), *একদা ট্রেনে* (১৯৭৬)।

মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস— *জন অরণ্য* (১৯৭৩), *সীমাবদ্ধ* (১৯৭০), *আশা-আকাঙ্খা* (১৯৭৩)। (*স্বর্গ-মর্ত-পাতাল*— আগস্ট, ১৯৭৬)

স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ, বোধদয়। (*জন্মভূমি ট্রিলজি* ১৯৬৩)

বিত্তবাসনা (১৯৮৩), *সোনার সংসার* (১৯৮০), *সম্রাট ও সুন্দরী* (১৯৭৬)। (*সকাল-বিকেল-সন্ধে* ট্রিলজি — ডিসেম্বর, ২০১৪)

প্রফুল্ল রায়ের ত্রয়ী উপন্যাস— *কেয়াপাতার নৌকা* (১৯৭০), *শতধারায় বয়ে যায়* (২০০৮), *উত্তাল সময়ের ইতিকথা* (২০১৪)।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস— *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১), *অলৌকিক জলযান* (১৯৬১), *ঈশ্বরের বাগান* (২০০০), *মানুষের ঘরবাড়ি* (২০০১)।

শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাস— *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫), *কুলায় কালস্রোত* (১৯৮৬), *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৮৬)।

সমরেশ মজুমদারের ত্রয়ী উপন্যাস— *উত্তরাধিকার* (১৯৭৯), *কালবেলা* (১৯৮৩), *কালপুরুষ* (১৯৮৫), *মৌষলকাল* (২০১৩)।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস— *নদীমাটিঅরণ্য ১* (১৯৯৮) *নদীমাটিঅরণ্য ২* (১৯৯৯) *নদীমাটিঅরণ্য ৩* (২০০০)

টাঁড়বাংলার উপাখ্যান (২০০০), *টাঁড়বাংলার রূপাখ্যান* (২০০৩), *টাঁড়বাংলার রীতিকথা* (২০০৫)।

শঙ্খচিলের ডানা, ডানার দুপাশে পৃথিবী, শঙ্খসমুদ্র। (সমগ্র শঙ্খচিল – ২০১৯)

হুমায়ুন আহমেদের ত্রয়ী উপন্যাস— *মধ্যাহ্ন, মাতাল হাওয়া, জোছনা ও জননীর গল্প।*

সেলিনা হোসেনের ত্রয়ী উপন্যাস— *গায়ত্রী সন্ধ্যা ১, গায়ত্রী সন্ধ্যা ২, গায়ত্রী সন্ধ্যা ৩ (২০০৩)*

ট্রিলজি ফর্মে প্রতিটি পর্ব আলাদা আলাদাভাবে সম্পূর্ণ কিন্তু এদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক আছে, এই তিনটি পর্বের বিষয়বস্তু খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। সাধারণত একই লেখকের লেখা হয়ে থাকে ট্রিলজি। সাহিত্যের সমস্ত ফর্মে বা ধারাতে সময়ের একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে। উপন্যাস ট্রিলজিতে সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে সময়ের প্রতিফলন দেখা যায়। যেখানে সময় অন্যতম মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাহিনিকে ধারণ করে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময় প্রেক্ষিতের সময় বা প্রকৃত সময় হিসেবে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। যে সময় কখনো রাজনৈতিক, কখনো অর্থনৈতিক, কখনো সামাজিক সময়কে প্রতিফলিত করে। কখনো কখনো উপন্যাস ট্রিলজিতে আপাত সময় ও প্রকৃত সময় মিশে যেতে দেখা যাবে। নির্দিষ্ট একটি সময়কে তুলে ধরার জন্যই যেন এই ফর্মে উপন্যাস লিখেছেন ঔপ্যনাসিকরা। উপন্যাস ট্রিলজিতে সাধারণত সময় একটা মূল চরিত্রের মতো ভূমিকা পালন করছে এমনটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। এবং এই সময় একটা নির্দিষ্ট দীর্ঘ একটা সময়ের ধারাবাহিকতা মেনে কাহিনি ও চরিত্রকে প্রায় চালনা করেছে। যার ফলে ট্রিলজিতে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

এক উপাদান হিসেবে অনিবার্য হয়ে উঠছে। সময়কে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে না দেখে তা আখ্যানের গঠনগত দিক থেকে দেখা হবে। যেখানে সময় ছাড়াও আরও অন্যান্য উপাদান নিয়ে আখ্যান কীভাবে তৈরি হয় তা পরিলক্ষিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখ্যানতাত্ত্বিকদের আখ্যানতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো গঠনের প্রাথমিক ধারণা

প্রতিটি দেশ ও সংস্কৃতিতে আখ্যানের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। কিন্তু আখ্যানতত্ত্ব বিষয়টি আসলে একটি পশ্চিমি ঘটনা। বিশ শতকে আখ্যানের ঐতিহ্যকে পশ্চিমে যেভাবে ধারাবাহিকভাবে সূত্রায়িত করার প্রয়াস দেখা যায়, তা অন্যত্র দেখা যায় না। আখ্যানতত্ত্বের ইতিহাস ক্রমাগত সংশোধিত ও প্রসারিত হয়েছে। আখ্যানতত্ত্বে সাহিত্যের একাধিপত্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আখ্যানের সাহিত্য নির্ভর অর্থ জটিল ও বহুমাত্রিক। সাহিত্য নির্ভর আখ্যানের ব্যাপ্তি ধ্রুপদি থেকে উত্তর-ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্ব অবধি বিস্তৃত। প্রাচ্যের আখ্যানতত্ত্ব, বিশেষত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সাহিত্যে, নাট্যশাস্ত্রের মতো গ্রন্থ এবং পঞ্চতন্ত্র, জাতক কাহিনির মতো কথাসাহিত্যে নিহিত থাকে। উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতিতে বিষয় বা কাহিনি নির্মাণের বা গঠনের যে কথা থাকে, তা হল আখ্যান। 'আখ্যান' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'আখ্যা' (Akhya) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো বর্ণনা করা, কথন বা বলা। এই শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়ে 'আখ্যান' রূপে প্রচলিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'আখ্যা' শব্দটি প্রাথমিকভাবে কোনো ঘটনা, কাহিনি বা তথ্য বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হত। বাংলায় এসে 'আখ্যান' শব্দটি বিশেষ করে সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়, যেখানে এটি একটি সুসংগঠিত গল্প বা কাহিনির কাঠামোকে বোঝায়। 'আখ্যান' অর্থে শুধুই 'কাহিনি' নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও উপাদান সংযুক্ত থাকে, তা বোঝা যায়। আখ্যান কেবল বিষয় বা ঘটনা কেন্দ্রিক নয়। কোনো উপন্যাসের বিষয় বা ঘটনা কেবল আখ্যান হতে পারে না। সেই বিষয় বা ঘটনা নির্মাণের সমস্ত উপাদান সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যে আখ্যান শব্দের ব্যবহার অনেক আগে থেকেই ছিল। সেই প্রসঙ্গে *বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস* গ্রন্থে লেখক জানাচ্ছেন—

> নব্য ভারতীয় আর্য কবিতা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল: গান বা পদ, খণ্ড কবিতা বা ছড়া এবং গাথা বা আখ্যান কাব্য।[৫]

'আখ্যান' ও 'কাহিনি' শব্দদুটি সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন— "বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচার সম্বন্ধীয় একপ্রকার আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে।"[৬] এখানেও আখ্যান শব্দের সঙ্গে কাহিনি শব্দের সংযোগ দেখা যায়। পাশ্চাত্যের আখ্যান চর্চায় Roland Barthes এর *An Introduction to the Structural Analysis of Narrative* (১৯৬৬) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি আখ্যান সম্পর্কে বলেন— আখ্যানের গঠন অসংখ্য। আধুনিক সময়ে বহুস্তরান্বিত আখ্যানের সমবায়ে গঠিত উপন্যাস আখ্যান সম্পর্কিত নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে। সেটা যদি আবার ট্রিলজি হয় তাহলে তার বোঝাপড়াটা আরও জটিল হয়। তাই তার গঠন বিশ্লেষণের জন্য আখ্যানতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। আখ্যানের উপস্থাপনের পদ্ধতি দুরকমের হতে পারে— বর্ণনাত্মক ও ক্রিয়ামূলক। দুধরনের আখ্যান পাওয়া যায়— কথনধর্মী ও অভিনয়ধর্মী।

পাশ্চাত্য ধারণায় 'Narrative' শব্দটিও যথেষ্ট বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো ইতিহাস, পুরাণ, খবর, ব্যক্তিগত চিঠি, সিনেমা, গানেও ন্যারেটিভ গড়ে উঠতে পারে। আখ্যানকৌশল সম্পর্কিত চর্চা যা আখ্যানতত্ত্ব (Narratology) নামে পরিচিত। তার সূচনালগ্নের কথা জানতে হলে ফরাসি ভাষার *Communications* পত্রিকার কথা বলতেই হয়। সেখানে রোঁলা বার্তের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'An Introduction to the Structural Analysis of Narrative' পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রথমদিকে স্ট্রাকচারালিজম বা গঠনবাদ তৈরি হয়। গঠনবাদ কেবল ভাষা ও সাহিত্যে নয়; সমাজবিদ্যা, দর্শন অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়। ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর (Ferdinand De Saussure, 1857-1913) Structuralism বা গঠনবাদের সূচনা করেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৩০ রুশ ফর্মালিজ্‌ম বিস্তারলাভ করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে Victor Shklovsky এর কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ 'The Resurrection of the World' প্রকাশের মধ্য দিয়ে রুশ ফর্মালিজ্‌মের সূচনা হয়। রূপবাদীরা মূলত ভাষা নির্ভর সাহিত্যধর্মের কথা বলছেন। সাহিত্যের ভাষাকে ভিন্ন ধারায় চালিত করার ধারণা দেন তারা, যাকে বলা হয় Defarmiliarization। রূপবাদীদের এই ফ্যাবুলা, স্যুজেট বুঝে নেওয়ার

জন্য আমাদের অ্যারিস্টটলের ‘স্টোরি’, ‘প্লট’ ধারণার কথা মনে আসে। ‘ফ্যাবুলা’ ও ‘স্যুজেট’ ধারণাকে রূপবাদীরা Defamiliarization-এর মাধ্যমে দেখান। রুশ আখ্যানতাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ (Vladimir Propp, 1895-1970) তাঁর গ্রন্থ *Morphology of the Folktale* (১৯২৮)-এ ‘ফ্যাবুলা’ ও ‘স্যুজেট’ এর সঙ্গে সংযোগসূত্রটি তৈরি করে দেন। রুশ রূপকথার উপর অনুসন্ধান করে প্রপ দেখেছেন রূপকথার কাহিনি ভিন্ন ভিন্ন হলেও আসলে প্রতিটি কাহিনি কতগুলি একইরকম উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ লেভি-স্ট্রস প্রপের রূপকথা অবলম্বনে আখ্যান কাঠামো গঠনের কথা বলেন, রূপকথার উৎস মূলত মিথ বা পুরাণ—

> …indebted to Vladimir Propp’s study of Russians fairytales. Trasnposing Propp’s idea to the field of myths.[৭]

এ বিষয়ে লেভি স্ট্রসের গ্রন্থ *The Structural Study of Myth* (১৯৫৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষা নির্ভর একটি জটিল বিন্যাসের কথা বলেছেন, যা অনুভূমিক ও উলম্ব এই দুভাবেই পাঠ নেওয়া যায়। স্যসুরের ‘Binary oppositions’ ধারণার ভিত্তি ছিল চিহ্নবিজ্ঞান (semiotics), যার উপর ভিত্তি করে গ্রিমাস লেখেন *Structural Semantics*। মূলত শব্দার্থতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এই ধারণা তৈরি হয়। প্রপের আখ্যান কাঠামোর ধারণা মূলত বিষয়ভিত্তিক, খুব বেশি গঠনভিত্তিক (Structural) নয়। গ্রিমাস ‘Actant’ বা কারক অনুসারে তিন জোড়া গঠনের কথা বলেন— ১) কর্তা (subject) / কর্ম (object), ২) প্রেরক (sender) /প্রাপক (receiver), ৩) সহায়ক (helper) / প্রতিবন্ধক (opponent)। ক্লোদ ব্রেমোণ্ড ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে *কমিনিকেশনস্* (*Communications*) পত্রিকায় আখ্যানের গঠন সংক্রান্ত একটি ধারণা দেন। তিনি তিনটি নির্বাহণ একটি বন্ধন তৈরি করে করার কথা বলেন— ১) সম্ভাবনা, ২) প্রস্তুতি ৩) পরিণাম। এর ফলে আখ্যানের প্রাথমিক ও জটিল বিন্যাস তৈরি হয়। ব্রেমোন্ড আখ্যানের ঘটনাকে দুটি ভাবে দেখিয়েছেন— ১) উৎকর্ষ বা Amelioration, ২) অপকর্ষ বা Degradation। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে তোদোরভ দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন, যার একটি হল তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (theoretical attitude), অন্যটি বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

(descriptive attitude)। সাহিত্যের ব্যাখ্যা মূলত ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) এবং বিজ্ঞান মূলত বস্তুনিষ্ঠ (objective)। ফলে সাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার বিরোধিতা করা হয়ে থাকে। তিনি আখ্যানের তিনটি মাত্রার কথা জানালেন— শব্দার্থগত (semantic), শব্দগত বা শাব্দিক (verbal) এবং আন্বয়িক বা বাক্যগঠনগত (syntactic)। প্লটের উপাদানকে সাজানোর জন্য তিনি দুটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। ১) proposition ২) sequence। রঁলা বার্ত মূলত ভাষাভিত্তিক আখ্যানের গঠন বিশ্লেষণের মডেলের কথা বলছেন। তিনি জানাচ্ছেন ভাষাবিজ্ঞানে বাক্য হল সর্বোচ্চ একটি পর্যায়। আখ্যানের অর্থ অনুসন্ধান করতে বার্ত তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। প্রথমটি, কার্যনির্বাহণের স্তর (Level of Functions), দ্বিতীয়টি, ক্রিয়ার স্তর (level of Actions), তৃতীয়টি, কথনের স্তর (Level of Narration)। ফরাসি আখ্যানতত্ত্ববিদ জেরড্ জেনেট (Gerard Genette, 1930-2018) 'কাহিনি'-র অধোগঠন-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেন। ফরাসি ভাষায় তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম *Figures III* (1972), যা ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে, গ্রন্থটির নাম *Narrative Discourse: An Eassy in Method*। আখ্যানের কাঠামো দ্বি-স্তরিক না রেখে ত্রি-স্তরিক কাঠামো গঠনের কথা বলেন। তিনি বলেন দ্বি-স্তরিক কাঠামো আখ্যানতত্ত্বে কার্যকর নয়। কাহিনি ও বাচনের সঙ্গে কথন সংযুক্ত না হলে তা সম্পূর্ণ হতে পারে না। পরবর্তী সময়ের জেনেটের ধারণাই সবচেয়ে বেশি গৃহীত হয়। পাশ্চাত্য আখ্যানবিদদের ধারণাকে একত্রিত করে এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে আখ্যানের গঠনের ক্রমানুসারে পরিবর্তন নজরে আসে। এই পর্যায়ে এসে আখ্যান কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং ত্রয়ী উপন্যাসের কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় কাহিনি বা Story-এর ভূমিকা

আখ্যানতত্ত্বের বিকাশের সুচনালগ্নে আখ্যানতত্ত্ব মূলত 'কাহিনি' কেন্দ্রিক ছিল। আখ্যান সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ, যা গল্প বলার শিল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবন, আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার বিভিন্ন দিককে তুলে ধরে। আখ্যানের মূল কাঠামো হিসেবে কাহিনি বা প্লট গল্পের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে, যা ঘটনা, চরিত্র এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যমে পাঠক বা শ্রোতার কাছে একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। আখ্যানের আলোচনা মূলত গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে হয়ে থাকে। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আখ্যানের কাহিনিকে দেখা হয়ে থাকে। এই ধরনের পাঠ্য কথক-যুক্ত আখ্যান হয়ে থাকে। এর ফলে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ভিন্নতা নজরে আসে। লিখিত আখ্যানে পাঠক যা পাঠ করে থাকেন তা আখ্যানের প্রকাশরূপ। কথা আখ্যানের ক্ষেত্রে কথক ও শ্রোতা অবশ্যই থাকবে। রূপবাদীদের দ্বি-স্তরিক ধারণা ফরাসী গঠনবাদীদের উপর প্রভাব ফেলে। জেনেট ত্রি-স্তরিক ধারণায় বাচন, কাহিনি ও কথনের কথা বলেন।

'কাহিনি' কী? — এর উত্তর যতখানি সহজ ঠিক ততখানি জটিল। যা ঘটে তাকে বলা হয় ঘটনা, অনেকগুলি ঘটনা একত্রিত হয়ে একটি কাহিনি তৈরি করে। একজন পাঠক কাহিনির নাগাল পেয়ে থাকেন বাচনের মধ্যে দিয়ে, সরাসরি তা পাওয়া সম্ভব নয়। কাহিনি জানার জন্য কোনো না কোনো প্রকাশিত রূপের (যেমন— গল্প, উপন্যাস) আশ্রয় নিতে হয়। কাহিনির ক্ষেত্রে পাঠ্য বা Text-এর বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্লোদ ব্রেমোণ্ডের ধারণা অনুসারে 'কাহিনি' মাধ্যম নিরপেক্ষ ও সংরূপ নিরপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু পাঠককে কাহিনির আস্বাদনের জন্য মাধ্যম ও সংরূপ সাপেক্ষ হতে হয়। আসলে আখ্যানে কাহিনির সন্ধান করতে হয় বাচনের মধ্য দিয়ে—

> …the story is an abstract construct that the reader has to derive from the concrete text.[৮]

আখ্যানতত্ত্বে ‘কাহিনি’ ধারণা বাচন অবলম্বনে বিমূর্ত ধারণা দেওয়া নয়, বরং যে সমস্ত উপাদান দ্বারা কাহিনি গঠিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, সেই অনুমানের পর্যবেক্ষণ। আখ্যানতত্ত্ব মূল উপাদান ‘কাহিনি’ কারণ কাহিনিকে কেন্দ্র করে আখ্যানের কাঠামো নির্মিত হয়। কাহিনির আলোচনায় প্রথমেই ঘটনা’র (Event) কথা বলতে হয়। ঘটনাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে— Action বা ক্রিয়া, happening বা ঘটনা। বাচন মূলত কাহিনিকে বিবৃত করে। এই বাচনের বিবৃতি দুধরনের হতে পা্রে— স্থিতিশীল বা Stasis এবং গতিশীল বা process। ঘটনা অর্থেই তা কেউ না কেউ ঘটায়, যাকে বলা হচ্ছে ক্রিয়া/action এবং যা ঘটছে অর্থাৎ happen।

এই অধ্যায়ে উপন্যাসের ‘কাহিনি’ অর্থাৎ Story এই উপাদানটির বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এবং একই সঙ্গে উপন্যাস ট্রিলজিতে কাহিনির গঠন সম্পর্কে ধারণা তৈরির চেষ্টা করা হবে। বিশ শতকের তিনজন ঔপন্যাসিকের [গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (১৯৩৩-)] তিনটি ট্রিলজির আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ করে একক উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোর সঙ্গে ট্রিলজির আখ্যান কাঠামোয় কাহিনি উপাদানের কাঠামোগত মিল ও অমিল দেখা যেতে পারে। ট্রিলজির কাহিনিতে নজর দিলে দেখা যাবে বাহ্যিকভাবে ট্রিলজির কাহিনির সঙ্গে একক উপন্যাসের কাহিনির গঠনগত একটি পার্থক্য আছে। বলা হয়, তিনটি সম্পূর্ণ কাহিনি মিলে একটি সম্পূর্ণ ট্রিলজির কাহিনি নির্মাণ করে। উপন্যাস ট্রিলজির ক্ষেত্রে তিনটি উপন্যাসের প্রতিটিকে এক একটি ‘কাহিনিপর্ব’ (Story Episode) নামে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কারণ, প্রতিটি উপন্যাসের ঘটনা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে প্রতিটি উপন্যাসকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। তিনটি কাহিনিপর্ব মিলে একটি সম্পূর্ণ কাহিনি নির্মিত হচ্ছে, যা একটি ট্রিলজির রূপ পায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে গঠন আলাদা আলাদা হতে পারে। তিনটি ট্রিলজির সংক্ষিপ্ত রূপ দ্বারা কাহিনি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি পর্বের কাহিনির মধ্যে Stative, Process দ্বারা কীভাবে ঘটনার সংযুক্তি তৈরি হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। যদিও আখ্যানবিদরা পরবর্তী সময়ে ন্যূনতম কাহিনি (Minimal Narrative) দ্বারা কাহিনি

নির্মাণের কথা বলেন। ত্রয়ী উপন্যাসে এই ন্যূনতম ঘটনা অন্তত তিনটি অবশ্যই থাকতে হবে, একক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা দুটো হলে সম্ভব তা বিস্তৃত উদাহরণ সহ দেখানো হয়েছে। কাহিনি অনুক্রম বা Sequence এর ক্ষেত্রে End to end series, Enclave, Coupling-এর মতন জটিল অনুক্রম পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। কোন পদ্ধতি কোন ট্রিলজিতে কীভাবে এসেছে তা দেখানো হয়েছে। এছাড়া Amelioration (উন্নতি), Degradation (অবনতি) এবং Enchainment, Alternance, Enchassement -এর সংযুক্তি উদাহরণসহ দেখানো হয়েছে। ট্রিলজি উপন্যাসে কাহিনি কালানুক্রমিকভাবে (chronologically) নাকি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে (logically) সংযুক্ত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সংযোগ কতখানি সময়গত সম্পর্ক (Temporal Relations), কতখানি কার্য-কারণ সম্পর্ক (Casual Relations) এবং কতখানি স্থানিক সম্পর্ক (Spatial Relations) তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রয়ী উপন্যাসের এই কাহিনির গঠন নির্মাণ দ্বারা একক উপন্যাসের থেকে ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনি গঠন কতটা আলাদা তা জানানো সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় চরিত্র বা Character-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ

একটি কাহিনিতে ঘটনার যে বাঁধন তৈরি হয়, তা চরিত্রের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এক বা একাধিক চরিত্র ঘটনায় বর্তমান থাকলে তবেই তা কাহিনির রূপ পায়। যদিও এর পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত কাহিনিতে চরিত্র কাকে বলা হয়। চরিত্র হল— আখ্যানে চরিত্র হল আখ্যানে উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণী, যা আখ্যানের ঘটনাতে ভূমিকা রাখে। আখ্যানের ক্রিয়াকলাপ, সংলাপ, চিন্তাভাবনা যেকোনো বার্তা চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অনুকরণের তত্ত্ব অনুযায়ী বাস্তবের কোনো ব্যক্তিকে অবলম্বন করে তা তৈরি করা হয় চরিত্র। কোনো চরিত্র সম্পর্কে অস্পষ্ট বা স্পষ্টভাবে যে বর্ণনা থাকে, তা থেকে বেশিরভাগ পাঠক সেই চরিত্রকে বাস্তব জগতের মানুষ বলে ধরে নেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা-কাহিনী'-র চাচা 'হিন্দুস্থান হাউস' আড্ডাখানার মালিক ও ম্যানেজার ছিলেন। তবে কথিত আছে বার্লিনে এই রেস্তোরাঁটা ছিল, এবং এই বাঙালি চাচা লেখকের কল্পনার সৃষ্টি নন। সাধারণভাবে ত্রয়ী উপন্যাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের কাহিনির চরিত্র সম্পর্কে এই ধরনের অনুকরণের তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে চিহ্নবাদীরা চরিত্রকে চিহ্ন হিসেবে দেখতে শেখালেন। হ্নের মাধ্যমে তার ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য সূচিত করা হয়। Joel Weinsheimer এর লেখা প্রবন্ধ 'Theory of Character: *Emma*' ১৯৭৯ প্রকাশিত হয়। তিনি বলছেন—

> The unnatural alternative to mimetic criticism likewise affirms the gap between the critical language and that of the text but denies the necessity for an imitative relation between them. It is this type, which I would like to call semiotic criticism, whose premises I will adopt in the discussion of character that follows.[৯]

ত্রয়ী উপন্যাসের চরিত্রদের চিহ্নবাদীদের দৃষ্টি দ্বারা সংক্ষেপে দেখা হয়েছে। বিশ শতকে রুশ ও ফরাসী আখ্যানবিদরা কাহিনিতে ক্রিয়ার ভূমিকার উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। ফলে অ্যারিস্টটলের অভিমত গৃহীত হল। আখ্যানের কাঠামো গঠনে ক্রিয়ার (action) উপর গুরুত্ব

আরোপ করা হল। ক্রিয়াকে সম্পাদনের জন্য কারক (actant) ও সংঘটক (agent) এর ভূমিকা গুরুত্ব পেল। ট্রিলজিতে চরিত্রের ক্রিয়া অনুসারে চরিত্রের কার্যগত বা ক্রিয়াগত ভূমিকাগুলি চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। চরিত্রের স্থিতিশীল ও গতিশীল এই দুধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। চরিত্রের ব্যক্তিগত গুণ তুলনায় স্থিতিশীল হয়ে থাকে। চরিত্রের স্থিতিশীল ব্যক্তিগত গুণ কাহিনির শুরুতে আসে। বাচনে চরিত্রের চার ধরনের সংযোজনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়— Repetition (পুনরাবৃত্তি), Similarity (সাযুজ্য), Contrast (বৈপরীত্য), Implication (আভাসন)। এই বৈশিষ্ট্য আলোচ্য ত্রয়ী উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

চরিত্রায়ণ হল আখ্যানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আখ্যানের চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য, গুণ, ব্যক্তিত্ব দ্বারা তাদের চরিত্র হিসেবে দেখানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি চরিত্রায়ণ বা Characterization। গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য, মানসিকতা ও ক্রিয়ার দ্বারা তাদের সম্পূর্ণ চরিত্র হিসেবে রূপ দেয় চরিত্রায়ণ। বাচনে চরিত্রায়ণ দু-ভাবে ঘটে থাকে। ১) প্রত্যক্ষ চরিত্রায়ণ (Direct Characterization) ২) পরোক্ষ চরিত্রায়ণ (Indirect Characterization)। এই দুই ধরনের চরিত্রায়ণের প্রয়োগ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রিয়া এবং বাগভঙ্গি কীভাবে চরিত্রায়ণে সাহায্য করে তা ত্রয়ী উপন্যাসের চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় কথনের উপস্থাপনা এবং কথক-কথন-পাঠক সম্পর্ক

সাহিত্যে কথন (Narration) হলো গল্প বা আখ্যান বর্ণনা করার পদ্ধতি, যার মাধ্যমে লেখক ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ এবং অনুভূতি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। এটি কাহিনি বলার প্রক্রিয়া, যা নির্ধারণ করে কীভাবে এবং কার মাধ্যমে কাহিনিটি বলা হচ্ছে। কথনের মাধ্যমে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়। এই যোগাযোগ কথক-কথন-পাঠক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কথনতাত্ত্বিকেরা দাবি করেন, কথাকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদ্ধতি কথনতত্ত্ব।

বিশ শতকের সাতের দশক থেকে কথনতত্ত্ব (Narratology) সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। কথনতত্ত্ব মূলত কথনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কথনতত্ত্ব ক্রিয়াপদ্ধতিগত (Theory) এবং প্রণালীবদ্ধ (Systematic) পাঠ নিতে সাহায্য করে থাকে। কথার ক্রিয়াপদ্ধতিকে বলা হয় কথনতত্ত্ব, যা যে কোনো কথার প্রকৃতি, রূপ ও ভূমিকার বিশ্লেষণ করে থাকে। কথনতত্ত্ব সম্পর্কে কথনতাত্ত্বিক প্রিন্স বলছেন—

> The study of narrative as a verbal mode of representation of temporally ordered situation and events. [১০]

এর মধ্য দিয়ে গল্প, কথা ও কথনক্রিয়ার মধ্যে একটা সম্পর্কে তৈরি হয়। কথনতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে ‘কথা’ (Narrative), ও ‘কথন’ (Narration) গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। আখ্যানের মধ্যে দিয়ে যখন বার্তা আদানপ্রদান করা হয়, তখন সেখানে প্রেরক ও গ্রাহক থাকে। ‘Real Author’, ‘Implied Author’, ‘Real Reader’, ‘Implied Reader’ এর ভূমিকা ত্রয়ী উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। এছাড়া কথক ও শ্রোতার ভূমিকাও দেখানো হয়েছে। কাহিনিতে কথকের অবস্থান চিহ্নিত করে কাহিনিতে কথকের ভূমিকা দেখানো হয়েছে।

কাহিনির কথনে কীভাবে ‘Frame Narrative’ তৈরি হয় তা চিহ্নিত করে, ত্রয়ী উপন্যাসের Frame-এর গঠন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কথনরীতি অনুসারে কথক দুই প্রকার— সমকথনরীতির কথক বা Homodiegetic Narrator, ভিন্নকথনরীতির কথক বা Heterodiegetic Narrator। এই শ্রেণির উপর ভিত্তি করে কোন ত্রয়ী উপন্যাসে কোন ধরনের কথনরীতি দেখা যায় তা চিহ্নিত করা হয়েছে। কথনের বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে কথকের বিভিন্ন ভূমিকা চিহ্নিত করা যায়। কাল অনুযায়ী সম্পর্ক (Temporal Relation), কথনে কথকের উপস্থিতির মাত্রা অনুযায়ী (Perceptibility), কথনে কথকের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)। শ্রোতার ভূমিকা আখ্যানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আখ্যান একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেই যোগাযোগে প্রেরক যেমন থাকে, তেমনি গ্রাহক থাকে। এই প্রেরক যখন কথক হয়, তখন অন্য দিকে একজন শ্রোতা আছে তা ধরে নিতে হয়। এই শ্রোতা সর্বদা চরিত্র হিসেবে কাহিনিতে উপস্থাপিত হবে এমনটা নয়। অনেকসময় আখ্যানে এমন অনেক ইঙ্গিত থাকে, যা থেকে শ্রোতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা যায়। একজন কাহিনি-অন্তর্গত (inradiegetic) কথকের সঙ্গে একজন কাহিনি-অন্তর্গত (inradiegetic) শ্রোতার সংযোগ তৈরি হয়। আবার একজন কাহিনি-বহির্ভূত (Extradiegetic) কথকের সঙ্গে একজন কাহিনি-বহির্ভূত (Extradiegetic) শ্রোতার সংযোগ তৈরি হয়। শ্রোতার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজন দ্বারা ত্রয়ী উপন্যাসে শ্রোতার ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় নিরীক্ষণ বা Focalization-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ

আখ্যানের ক্ষেত্রে 'কথক' ও 'দর্শক' কে? এই প্রশ্ন আখ্যানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি আখ্যানবিদ Gerard Genette প্রথম কাহিনিকে কে দেখছেন সেই বিষয়ক আলোচনাকে 'Focalization' বলছেন। একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ বা Focus এর মাধ্যমে কাহিনিকে কীভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, তার উপর পাঠকের পাঠের অনুভূতি নির্ভর করে। আখ্যানতত্ত্বে আখ্যানের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র ও পাঠকের অংশগ্রহণের মধ্যে একটি সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করে। বাংলায় আমরা তাকে 'নিরীক্ষণ' বলতে পারি। একটি কাহিনিকে সাধারণত দুভাবে দেখা যেতে পারে। একটি বহিস্থঃ (External) অন্যটি অভ্যন্তরীণ (Internal)। এই দুটি সাধারণ ভাগ আমরা যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে যিনি বাইরে থেকে দেখছেন তিনি কাহিনিতে থাকতেও পারেন, আবার না থাকতে পারেন। আবার যিনি কাহিনির অভ্যন্তর থেকে দেখছেন তিনি কাহিনিতে থাকতেও পারেন আবার নাও থাকতে পারেন। একক উপন্যাসের এই 'কথক' ও 'দর্শক' এর ধারণা থেকে ট্রিলজির 'কথক' ও 'দর্শক' ধারণা আলাদা কিনা তা বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

'কথক' ও 'দর্শক' প্রসঙ্গে Percy Lubbock তাঁর *The Craft of Fiction* (১৯২১) 'point of view' নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলায় 'point of view' কে 'দৃষ্টিকোণ বলা যায়। তাঁর মতে—

> The whole intricate question of methods, in craft of fiction, I take to be governed by the question of the point of view—the question of the relation in which the narrator stands to the story. [১১]

তিনি কথকের থেকে দৃষ্টিভঙ্গির উপরে বেশি জোর দিয়েছেন। কথকের সঙ্গে কাহিনির অবস্থানগত সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনি কে দেখছেন, কে বলছেন,

কার উদ্দেশ্যে বলছেন তা চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে ত্রয়ী উপন্যাসে কথক, পাঠক, লেখক, শ্রোতা, এবং নিরীক্ষকের ভূমিকা স্পষ্ট হয়। আখ্যান পরিস্থিতি অনুসারে কথক তিন প্রকার— First-person narrative situation / উত্তম পুরুষ কথক আখ্যান পরিস্থিতি, Authorial narrative / সর্বজ্ঞ কথক আখ্যান পরিস্থিতি, Figural narrative situation / আলংকারিক আখ্যান পরিস্থিতি। এই আখ্যান পরিস্থিতি কোন ত্রয়ীর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য তা দেখানো হয়েছে।

Norman Friedman 'Point of view in fiction' নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলায় আমরা একে 'দৃষ্টিকোণ' বলতে পারি। তিনি 'point of view in Fiction: The Development of a Critical Concept' (১৯৫৫)-প্রবন্ধে চার ধরনের কথন অবলম্বনের কথা বলছেন— সর্বজ্ঞ কথন (Omnisicient), উত্তম পুরুষের কথন (first person narrating), সীমিত সর্বজ্ঞ কথন (selected-omniscient), বস্তুনিষ্ঠ কথন (objective)। কথনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কথকের অবস্থান বোঝা সম্ভব হয়। ফলে ত্রয়ী উপন্যাসে কথকের অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নিরীক্ষণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, যেগুলি হল— Zero focalization বা শূন্য নিরীক্ষণ, Internal focalization বা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ, বহিস্থঃ নিরীক্ষণ (External Focalization)। ত্রয়ী উপন্যাসে এই নিরীক্ষণের পদ্ধতি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। জেনেটের মতানুসারে একটি কাহিনিতে ঘটনাস্তর, নিরীক্ষণস্তর ও কথনস্তরের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কে দ্বারা কাহিনিতে নিরীক্ষণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় সময় বা Time-এর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

সাহিত্যে সময়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী। সময়ের ধারণা নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক, বিজ্ঞানীরা নিজেদের মতামত দিয়েছেন। সাহিত্যে সময়কে সাধারণত ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু আখ্যানের সময়ের ধারণা এই সময় ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আখ্যানে সময়ের ভূমিকা বিশ্লেষণের দ্বারা অনুসন্ধান করা সম্ভব যে সময় কীভাবে কাহিনির গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলা উপন্যাস ট্রিলজিতে সময়ের ভূমিকা ও বিশেষত্ব একটি গভীর এবং বহুমাত্রিক বিষয়, কারণ ট্রিলজির প্রকৃতি একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে কাহিনির বিস্তৃত ও চরিত্রের বিকাশ লক্ষ করা যায়। ট্রিলজিতে সময় একটি বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কাজ করে। বাংলা ট্রিলজির আখ্যান কাঠামোয় সময়ের বিশেষত্ব দ্বারা কাহিনিতে সময়ের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আখ্যানের সময় বলতে মূলত কাহিনির ঘটনাগুলি যে কালপরিধির মধ্যে বিস্তৃত সেই সময়কে বোঝায়। একটি কাহিনির ঘটনাপ্রবাহের সময়কাল কয়েক ঘন্টা, দিন, মাস, বছর হতে পারে। আখ্যানে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। আখ্যান যেহেতু ‘Story with Storyteller’ তাই সেখানে দুধরনের সময় অবশ্যই থাকে। ১) কাহিনির সময়কাল (Story Time), ২) কথনের সময়কাল বা বাচনের সময়কাল (Time of Narration)। আখ্যানের ঘটনাক্রমের সময়কে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত হিসেবে দেখা হয়। আখ্যানের মাধ্যমে মানুষ যে সময় সম্পর্কে অবগত তা বিন্যস্ত করে দেখানো হয়। কথা-আখ্যানের ক্ষেত্রে সময়ের আলোচনা একেবারে কাহিনির অন্তর্গত সময়ের আলোচনা। সেই ক্ষেত্রে সময়ের অভিমুখ ধারণা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। বাস্তব সময়ের প্রবাহ সর্বদা একমুখী হয়ে থাকে, সেখানে কোনো থামা নেই। তাই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কোনো বিভাজন তৈরি

হয় না। কারণ, বর্তমান সময়ের মুহূর্ত অতীতে মিশে যায়, আবার যা অনাহত তা বর্তমানে পরিণত হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত— শব্দগুলি আমরা আলোচনার জন্য ব্যবহার করে থাকি। এই শব্দ দ্বারা বহমান সময়ের মধ্যে একটি বিন্দুকে ধরে অভিমুখ নির্ধারণ করা হয়। আখ্যানের সময়ের বিভাজন সেভাবে করা যায়। এছাড়া কথক দ্বারা সময়ের বিভাজন করা যায়। কথক কাহিনীর অন্তর্গত বাস্তব সময়ে আছে নাকি কাহিনীর বাইরে আছে— এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে কথনের সময়। কথনকাল বিভিন্নভাবে কাহিনিতে আসতে পারে। কথনের বহু পূর্বের সময় External Narration (কথনকালের বাইরের সময়), কথকের কথনের মধ্যে থাকা সময় Internal Narration (কথনকালের সময়)। কথন কাহিনির অন্তর্গত সময়ের মধ্যে আছে নাকি তার অস্তিত্ব কাহিনির সময়ের বাইরে— এই দুইয়ের উপর আখ্যানের সময়কাল বা কথনকাল নির্ভর করে।

> প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।[১২]

এখানে zero point of reference থেকে প্রায় 'দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে'র সময়ের কথা বলা হয়েছে। ফলে এখানে কথক কাহিনির চরিত্র থাকে না, কাহিনির বাইরের চরিত্র হয়ে যায়। কিন্তু ট্রিলজি আলোচনায় দেখা যায় কোথাও কথক কাহিনিতলের বাইরে চলে যান, কখনো কাহিনিতলে থেকে নিজেই চরিত্র হয়ে ওঠেন। কাহিনিকাল যখন অতীতের হয় তখন অনেক সময় 'zero point of reference' সময় হয়ে যায়। বেশিরভাগ আখ্যানের সময় অতীতের। কথনকাল কাহিনিতে যদি বর্তমান কাল হয়, বা কথনের বর্তমান সময়ের বিন্দু হয়, তাহলে সেই বিন্দুর সাপেক্ষে অতীত সময়ের অভিমুখে কাহিনির সময়ের প্রবাহ হলে তা আখ্যানের অতীত সময় হয়। কোথাও কোথাও পরের ঘটনা আগে এসে আগের ঘটনা পরে যাবে। খ—গ—ঘ—ঙ—ক। এক্ষেত্রে 'ক' কাহিনির শুরুতে ঘটে যাওয়া ঘটনার রহস্য, যা কাহিনির শেষে উন্মোচিত হয়।

আখ্যানের গঠনে সময়ের ভূমিকাতে জেনেট তিনটি দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন— ১) সময়ক্রমের বিন্যাস (Order), ২) সময় পর্ব (Duration), ৩) সময়ের পুনরাবৃত্তি (Frequency)। এই তিনটি দিক সহজভাবে বুঝিয়েছেন Rimon Kenan। তিনি বলছেন সময়ক্রম (Order) আখ্যানের বাচনে থাকা প্রশ্ন 'কখন?'—এর উত্তর দেবে। সময় পর্ব (Duration) আখ্যানের বাচনে থাকা 'কতক্ষণ?' প্রশ্নের উত্তর দেবে। সময়ের পুনরাবৃত্তি (Frequency) আখ্যানের বাচনে থাকা 'কতবার?' প্রশ্নের উত্তর দেবে। ত্রয়ী উপন্যাসে এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই পদ্ধতির মাধ্যমে এই অধ্যায়ে সন্ধান করা হয়েছে।

কাহিনিকালের ঘটনা একমুখী ক্রমে সাজানো থাকে। কিন্তু বাচনে তাদের পুর্নবিন্যাস করা হয়। নতুন একটি ক্রম তৈরি হয়। এই দুই ধরনের বিন্যাসের আন্তঃসম্পর্কেই সময়ক্রমের বিন্যাস/ Order এর ধারণা গড়ে ওঠে। তিনি সময়ক্রমের বিন্যাসকে দুটি প্রধান ধারণা দ্বারা বঝাতে চেয়েছেন— ১) Anachrony ২) Chronological and Non-Chronological Order। এই পদ্ধতিতে ত্রয়ী কাহিনিতে বর্তমান বিন্দু থেকে অতীতের যে বিন্যাস তৈরি করে তা যেমন দেখানো হয়েছে। তেমনি আবার বর্তমান বিন্দু থেকে ভবিষ্যতের দিকে যে বিন্যাস লক্ষ করা যায় তাও দেখানো হয়েছে। বাচনের মধ্যেই সময়ের এই বিন্যাসের কার্য-কারণ, ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা পাওয়া যায়।

কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সময় পর্ব বা স্থিতিকাল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাচনে সেই ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে কতটা পরিসরে তা দেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সময়-পর্ব বা Duration আলোচনার শুরুতেই জেনেট বলছেন যে সময়ক্রম বা Order, সময়ের পুনরাবৃত্তি বা Frequency এর তুলনায় সময়-পর্ব বা Duration এর আলোচনা কঠিন। এর দ্বারা কাহিনির সময় ও বাচনের সময়ের সম্পর্ক ও বাচনের গতি চিহ্নিত করা যায়। সময়ের পুনরাবৃত্তি বা Frequency দ্বারা কাহিনির ঘটনা ও বাচনে তার উপস্থাপনাগত আনুপাতিকতা চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ কোন ঘটনা কতবার ঘটেছে, কোন সময়ে ঘটেছে তার উপর ভিত্তি করে সময়ের পুনরাবৃত্তি নির্দিষ্ট করা যায়। কাহিনিতে ঘটনার দিক দিয়েও পুনরাবৃত্তি হতে

পারে, আবার বাচনের দিক থেকেও পুনরাবৃত্তি হতে পারে। জেনেট এই দুটিকে বলছেন— ১) Narrated events ২) Narrative statements। এর উপর ভিত্তি করে কাহিনিতে সময়ের পুনরাবৃত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সময়ের ভূমিকা ত্রয়ী উপন্যাসে খুব বেশি। সময় উপন্যাসের গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনি দীর্ঘ, ফলে বাচনে সময়ের উপস্থিতি ও বিভিন্নভাবে সময়ের বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি হয়। কাহিনির সময়কে বাচনে দীর্ঘ আকারে রূপদান করার ফলে সময়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উপসংহার

বর্তমান সময়ে আখ্যানতত্ত্বে গঠনবাদ ও উত্তর গঠনবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, যার ফলে বৌদ্ধিক, দার্শনিক প্রশ্নকে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিগত কয়েক শতক জুড়ে ভাষার প্রকৃতি, রচনাকারের স্বকীয়তা ও বাস্তববোধ সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, গঠনবাদ তাতে আঘাত করে এমন অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যার উত্তর অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। গবেষণাপত্রে মূলত পাশ্চাত্য গঠনবাদের ভিত্তিতে নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এই আখ্যান কাঠামো গঠন দ্বারা একটি কাহিনি কোন কোন উপাদানের সংযোজনে তৈরি হয় তা যেমন জানা যায়, তেমনি কাহিনি নির্মাণের মূল উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যেক লেখক বা ঔপন্যাসিকের আখ্যান কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আখ্যানের বিশিষ্টতা নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়। যেমন— গোয়েন্দা কাহিনির আখ্যান কাঠামো কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে থাকে।

সাহিত্যে সাধারণত জীবনের প্রতিফলন ঘটে থাকে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অথবা রচনাকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনেকসময় কাহিনিতে ফুটে ওঠে— এই সমস্ত ধারণাকে গোপীচান্দ নারঙ বলছেন— 'common sense'। অর্থাৎ এগুলি হল সেই ধারণা যা সাধারণ ও স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে দেখা হয়ে এসেছে। গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই ধারণার বাইরে অন্যরকম নতুন ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছে। আখ্যানে গঠনবাদ (Structuralism in Narrative) হল একটি সাহিত্যিক তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, যা আখ্যানের গঠন, উপাদান এবং নিয়মাবলী বিশ্লেষণ করে গল্প, উপন্যাসের গঠনকে আলোচনা করে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুরের ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা থেকে পরে রোঁলা বার্ত, প্রপ, লেভি স্ট্রস ও জেরার্ড জেনেটের মতন আখ্যানবিদরা আখ্যানের গঠনের দিক নিয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। গঠনাবাদী আখ্যানবিদরা অর্থ ও তাৎপর্যের থেকে অধোগঠনের উপরে বেশি জোর দিলেন। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে তাত্ত্বিকরা বিভিন্নভাবে আখ্যানের কাঠামো গঠন করলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন আখ্যানের ভাষার মতন নিজস্ব গঠনের নিয়ম আছে। বাংলা সাহিত্যে গঠনবাদের

প্রয়োগ বিশেষ নজরে আসে না। তবে আখ্যানের ধারণা বাংলা সাহিত্যে বহু প্রাচীন সময় থেকে চলে আসছে। আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ করে উদাহরণ স্বরূপ বাংলা গল্প, উপন্যাসকে দেখানো হলেও ত্রয়ী উপন্যাসের গঠন বিশ্লেষণ করা ইতিপূর্বে হয়নি।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ত্রয়ী উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা খুব সীমিত। ট্রিলজি বা ত্রয়ী উপন্যাস বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে রচিত হতে শুরু করে। যদিও উৎপত্তি গ্রিক নাটকে এই ফর্মের উৎপত্তির কথা জানা যায়। ট্রিলজি বা ত্রয়ী ধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ গবেষণার অন্যতম একটি অধ্যায়। যেখানে মূলত এই ফর্ম বা ধারার অর্থ, সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় একটি অন্য ধারার উপন্যাস ত্রয়ী বা ট্রিলজি। মূলত তিনটি পর্ব একটি সম্পূর্ণ কাহিনি নির্মাণ করে থাকে। একটা নির্দিষ্ট বিস্তৃত সময়সীমার মধ্যে কাহিনি গঠিত হয়। যদিও বিশ্ব সাহিত্যের ট্রিলজির ধারা থেকে বাংলা উপন্যাস ট্রিলজি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভিন্ন তা বোঝা যায়। বাংলা উপন্যাস ট্রিলজিগুলির আখ্যানের গঠনে তাই ভিন্ন ধরনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উপন্যাস ট্রিলজির গঠন একক উপন্যাসের থেকে অনেকটাই আলাদা, তাই আখ্যান কাঠামো বিশ্লেষণ দ্বারা এই ফর্মের গঠনগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাস ট্রিলজিতে তিনটি উপন্যাস পর্ব থাকে। যেগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস। ফলে ট্রিলজির কাহিনি পর্বে উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু এই তিন পর্বের কাহিনি একত্রিত হয়ে যখন একটি কাহিনি নির্মাণ করে তখন গঠনের দিক থেকে ভিন্নতা দেখা দেয়। একক উপন্যাসের গঠন সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ট্রিলজির পরিসর বড়ো হওয়ায় তা একক উপন্যাস থেকে পৃথক হয়ে যায়। বিশ শতকে এই ফর্মে বা ধারায় উপন্যাসের গঠনগত দিকে যে পরিবর্তন আসে, তা উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আখ্যান কাঠামোর উপাদান দ্বারা ট্রিলজির কাহিনি বিশ্লেষণে উপন্যাস ট্রিলজির গঠনটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

আখ্যানতাত্ত্বিকদের আখ্যানের ধারণা সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রভাব ফেলে। বিশ শতকের আখ্যানতাত্ত্বিকরা আখ্যানের গঠন, উপাদান, এবং কার্যকারিতা বিশ্লেষণের জন্য কাঠামোগত পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি সাহিত্যের গল্প বলার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ এটি গল্পের অভ্যন্তরীণ যুক্তি ও নির্মাণ প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। আখ্যান শুধু গল্প নয়, বরং সংস্কৃতি, সমাজ, এবং ইতিহাসের প্রতিফলন। আখ্যানতাত্ত্বিকদের ধারণা ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় কীভাবে গল্পগুলো সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ, এবং দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, বার্তের সেমিওটিক বিশ্লেষণ দেখায় কীভাবে আখ্যানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কোড বা চিহ্ন বিনিময় হয়। বিশ শতকে আখ্যানতত্ত্ব কেবল সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন, এবং ডিজিটাল মিডিয়াতেও প্রয়োগ হয়েছে। আখ্যানের ধারণা ব্যাখ্যা করলে এই বিভিন্ন মাধ্যমে গল্প বলার কৌশল ও প্রভাব বোঝা যায়, যা আধুনিক মিডিয়া বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য। আখ্যান মানুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাকে বোঝার একটি মাধ্যম। আখ্যানতাত্ত্বিকদের কাজ (যেমন, পল রিকোর- *Time and Narrative*) সময়, স্মৃতি, এবং পরিচয়ের সঙ্গে আখ্যানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে, যা মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গল্প ও উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো দ্বারা গল্প, উপন্যাসের গঠনগত ও ভাষাগত দিককে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। ত্রয়ী উপন্যাসের আখ্যান কাঠামো গঠন দ্বারা উপন্যাসের ধারায় অন্য এক ধারার উপন্যাসের গঠনগত দিক আলোচিত হয়।

আখ্যান গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাহিনি (story) উপন্যাস ট্রিলজিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি উপন্যাস ট্রিলজি তিনটি পরস্পরসংযুক্ত উপন্যাস নিয়ে গঠিত। ট্রিলজি উপন্যাসের কাহিনির কাঠামো একক উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামো থেকে ভিন্ন। এই কাহিনি কাঠামোতে কাহিনি-সূত্র সংযুক্ত হয়ে কাহিনি-পর্ব তৈরি হয় এবং ন্যূন্যতম তিনটি কাহিনি-পর্ব মিলিত হয়ে ট্রিলজির কাহিনি তৈরি হয়। ট্রিলজির প্রতিটি পর্বের উপন্যাসের কাহিনি থাকে, তিনটি কাহিনি মিলে একটি সম্পূর্ণ কাহিনি তৈরি করে। কাহিনি মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে যা পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখে। তবে মনে রাখতে হবে এই ধারাবাহিকতা কেবলমাত্র কাহিনির ক্ষেত্রে থাকবে অন্য উপাদানের ক্ষেত্রে নয় এমনটা নয়।

আবার অন্য উপাদানে ধারাবাহিকতা কোনোভাবেই কাহিনির ধারাবাহিকতায় নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ, একটি ট্রিলজিতে কাহিনির ধারাবাহিকতা না থাকলেও অন্য উপাদানের ধারাবাহিকতা থাকতে পারে। সেটা চরিত্রের বা সময়ের ধারাবাহিকতা হতে পারে। সেক্ষেত্রেও তা সম্পূর্ণ ট্রিলজির রূপ লাভ করে। ত্রয়ী উপন্যাসের তিনটি পর্ব অংশ মিলে একটি বৃহত্তর কাহিনি উপস্থাপন করে। এই কাহিনি চরিত্র, ঘটনা এবং বিষয়বস্তুকে একটি সুসংগত রূপ দেয়। উপন্যাস ট্রিলজির কাহিনিতে একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যাদের মধ্যে কিছু চরিত্র মুখ্য, কিছু চরিত্র গৌণ। কিন্তু তাদের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ দ্বারা তাদের শ্রেণিবিভাজন চিহ্নিত হয়। ট্রিলজির কাহিনিতে যেমন একাধিক চরিত্র থাকে, তেমনি আবার চরিত্রের ভূমিকার বদল ঘটতেও দেখা যায়। ফলে একই চরিত্রে একাধিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ট্রিলজির বাচনে ও কথনে কথকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি ট্রিলজিতে তিন ধরনের কথকের উপস্থিতি দেখা যায়। ট্রিলজিতে কথকের অবস্থান ও দর্শকের অবস্থান স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায় নিরীক্ষণের মাধ্যমে। কে কাহিনির ঘটনা দেখছেন, এবং কে সেই কাহিনির ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন, সেই বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়। ফলে লেখকের অবস্থান কাহিনিতে প্রতিফলিত স্পষ্ট হয়ে পড়ে। ট্রিলজির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সময়। সময় উপাদান দ্বারা ট্রিলজির কাহিনির নির্মাণ হয়। ট্রিলজি কাহিনির নির্মাণের প্রাথমিক উপাদান এটি বলে মনে করা যায়। কারণ, ট্রিলজিতে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় সময় উপাদান অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সময়ের বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি কাহিনির সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কাহিনির ঘটনাকে সময় প্রায় পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে যায়।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভে বিশ শতকের তিনজন ঔপন্যাসিককের তিনটি ট্রিলজি নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ ও একুশ শতকে বহু ত্রয়ী উপন্যাস বাংলায় রচিত হয়েছে। সমস্ত ত্রয়ী উপন্যাসকে সীমিত পরিসরের কারণে নির্বাচন করা হয়নি। বিশ শতকের তিন অন্যতম ঔপন্যাসিকের রচনা নেওয়া হয়েছে। গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাসে কাহিনি, চরিত্র, সময়ের ধারাবাহিকতা স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে চরিত্রের ধারাবাহিকতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্যই সেখানে কাহিনি ও সময়ের

ধারাবাহিকতা আছে। মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসে কাহিনির ধারাবাহিকতা নজরে আসে না। সময়ের ধারাবাহিকতা বা সংযোগ কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে।

গবেষণায় মূলত উপন্যাস ট্রিলজির অধোগঠন সংক্রান্ত আলোচনা রাখা হয়েছে। কাহিনির প্রকাশিত রূপের গঠন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই গবেষণা, ট্রিলজির সম্ভাবনামূলক গঠনকে চিহ্নিত করে, কোনোভাবেই সমস্ত ট্রিলজির নির্দিষ্ট গঠনকে চিহ্নিত করতে পারে না। কারণ উদাহরণ স্বরূপ তিনটি ট্রিলজি উপন্যাস নেওয়া হয়েছে, ফলে সামগ্রিকভাবে ত্রয়ী উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতামত দেওয়া যায় না। অন্যান্য ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামো বিশ্লেষণ দ্বারা এই গবেষণার সামগ্রিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে নির্বাচিত ত্রয়ী উপন্যাস দ্বারা বোঝা সম্ভব হয় যে এই গঠন একক উপন্যাসের গঠন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এমনকি একটি ত্রয়ী উপন্যাসের এক একটি পর্ব আসলে সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়। এগুলি একটি সম্পূর্ণ কাহিনির অংশমাত্র। তাই ১ নং পর্ব বাদ দিয়ে ২ নং পর্ব পাঠ নিলে কাহিনি, ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় না। মূলত পাশ্চাত্য আখ্যানতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আখ্যান কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ভারতীয় আখ্যানতত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ এখানে অনালোচিত রয়ে গেছে, যা পরবর্তী গবেষণার একটি ক্ষেত্র নির্মাণ করে।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে David Harman তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থ *Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis* প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি মূলত Post-classical Structuralism অর্থাৎ উত্তর-ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনা Structuralism অর্থাৎ ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্বে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। উত্তর-ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্বে নতুন নতুন পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। David Harman তাঁর গ্রন্থে 'Narratology' শব্দের পরিবর্তে 'Narratologies' শব্দটি ব্যবহার করেন। ধ্রুপদি আখ্যানবিদরা মূলত 'Text' এর নানা উপাদানকে চিহ্নিত করে, সেগুলির গঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু উত্তর-ধ্রুপদি আখ্যানবিদরা 'Text' এর সঙ্গে 'Context' -কে যুক্ত করলেন। পাঠ্যের সঙ্গে প্রেক্ষিতের সম্পর্ক নির্ণয় করলেন। গঠনবাদীরা যা এড়িয়ে

চলতেন, উত্তর-ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্বে সেই আলোচনা সংযুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে পাঠ্যের সঙ্গে ইতিহাস, সমাজ, লিঙ্গ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব সংযুক্ত হয়ে যায়। উত্তর-ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্বের মাধ্যমে নতুনভাবে ত্রয়ী উপন্যাস নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

---

১. M.H. Abrams, *A Glossary of Literary Term* (Singapore: Harcourt College publishers, 1981), 190.

২. বেলা দাস, *বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব,* (কলকাতা: সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, ১৯৯৯), ৫.

৩. Sarah Stanton, and Martin Banham, *Cambridge Paperback guide to THEATRE* (New York: Cambridge University Press, 1996), 147.

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৭), ভূমিকা অংশ.

৫. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস* (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫), ১৭.

৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৯৮৫), ৫১.

৭. Hans Bertens, *Lierary Theory: Basics* (New York: Routledge, London, 2001), 61.

৮. David Herman, Manfred Jahn and Marie-Laure Ryan, *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory* (London & New York: Routledge, 2005), 45

৯. Joel Weinsheimer, "Theory of Character: Emma", *Poetics Today,* vol. 1, no. 1/2, (United States: Duke University Press, Autumn, 1979), 186

১০. Gerald Prince, *Dictionary of Narratology* (University of Nebraska Press, 1987), 65

১১. Percy Lubbock, *The Craft of Fiction,* (London: Jonathan Cape,1960), 251

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "কপালকুণ্ডলা", *বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), ৮৫.

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

বাংলা আকর গ্রন্থ

- দেবী, আশাপূর্ণা. *প্রথম প্রতিশ্রুতি.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৪.
- দেবী, আশাপূর্ণা. *বকুলকথা.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭৩.
- দেবী, আশাপূর্ণা. *সুবর্ণলতা.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৬.
- দেবী, আশাপূর্ণা. *সত্যবতী ট্রিলজি.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ.
- মুখোপাধ্যায়, মণিশংকর. *স্বর্গ মর্ত্য পাতাল.* কলকাতা: দেজ পাবলিকেশন, ১৯৭৬.
- হালদার, গোপাল. *রচনাসমগ্র/১.* কলকাতা: এ. মুখার্জী কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯.

ইংরেজি আকর গ্রন্থ

- Bal, Mieke. *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*. Toronto: University of Toronto Press, 1999.
- Chatman, Seymour. *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980.
- Genette, Gérard. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
- Rimmon-Kenan, Shlomith. *Narrative Fiction: Contemporary Poetics*. London: Routledge, 2005.

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

- কর, বিমল. "একটি স্বপ্নের গলি ও কুমুদ." *গল্পসংগ্রহ ২*-এ. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮.
- কর, বিমল. "ওই ছায়া." *উপন্যাস সমগ্র ৩*-এ. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০.
- গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. "গরম ভাত ও নিছক ভূতের গল্প." *সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন*-এ. কলকাতা: দেশ, ২০১৬.
- গুপ্ত, ক্ষেত্র. *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড).* কলকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৯৮৬.
- ঘোষ, অজিতকুমার. *বাংলা নাটকের ইতিহাস.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৪৬.
- ঘোষ, শঙ্খ. "সুপুরিবনের সারি." *সমকালের কালজয়ী উপন্যাস, প্রথম খণ্ড*-এ, সম্পাদনা রাহুল দাশগুপ্ত. কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১০.
- ঘোষ, সন্তোষকুমার. "শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে." *উপন্যাস সমগ্র ২*-এ, সম্পাদনা অলোক চক্রবর্তী. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১.
- চক্রবর্তী, অলোক. *আখ্যানের তত্ত্বভুবন.* কলকাতা: আশাদীপ, ২০২১.
- চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী, সম্পাদক. *কাব্যাদর্শ.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫.
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. "আনন্দমঠ." *বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*-এ. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৩ [১৯৫৬].

- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড: সমগ্র উপন্যাস.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১০ [২০০৩].
- চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. "গৃহদাহ." *সুলভ শরৎ সমগ্র ১*-এ, সম্পাদনা সুকুমার সেন. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯.
- চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. *শ্রীকান্ত.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৫.
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব. "শ্বেতপাথরের টেবিল." *হীরক সংগ্রহ গল্প*-এ, সম্পাদনা রমাপদ চৌধুরী. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭.
- চট্টোপাধ্যায়, হিরেন. *উপন্যাসের রূপরীতি.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১১.
- চট্টোপাধ্যায়, হিরেন. *সাহিত্য প্রকরণ.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০২.
- চৌধুরী, দর্শন. *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫.
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "অসম্ভব কথা." *রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড*-এ. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২ [১৯৯৫].
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "ঘরে-বাইরে." *রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড*-এ. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২ [১৯৯৫].
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "চোখের বালি." *রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড*-এ. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৮ [২০০১].
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "ত্যাগ." *রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড*-এ. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২ [১৯৯৫].

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "পোস্টমাস্টার." *রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড*-এ. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২ [১৯৯৫].
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "সাহিত্যের পথে." *রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড*-এ. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৮৭ [১৯৮০].
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২ [১৯৯৫].
- দত্ত, সম্রাট. *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০.
- দাশ, অমিতাভ. *আখ্যানতত্ত্ব.* কলকাতা: ইন্দাস পাবলিশার্স, ২০১০.
- দাশ, বেলা. *বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব.* কলকাতা: সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, ১৯৯৯.
- দাশগুপ্ত, অশীন. *ইতিহাস ও সাহিত্য.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯.
- দাশগুপ্ত, শিশিরকুমার. *কাব্যতত্ত্ব (অ্যারিস্টটল).* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৬.
- নারঙ, গোপীচন্দ. *গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব.* অনুবাদ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়. কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৯.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৯৮৫.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালি. *উপন্যাসে আঙ্গিক.* কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯০.

- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড.* কলকাতা: বাণীঘর, ২০০৭.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু. "তুঙ্গভদ্রার তীরে." *ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র*-এ. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার. *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা.* কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ. *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৬১.
- বসাক, সুজয়. *বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ: শিল্প জিজ্ঞাসার আলোকে.* কলকাতা: সাহিত্য সঙ্গী, ২০১০.
- বসু, সমরেশ. *টানাপোড়েন.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪ [১৯৮৭].
- ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য. *কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস.* কলকাতা: ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১৭.
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ. *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড.* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩.
- ভট্টাচার্য, তপোধীর. *আশাপূর্ণা নারী পরিসর.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯.
- ভট্টাচার্য, তপোধীর. *উপন্যাসের বিনির্মাণ.* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০.
- ভট্টাচার্য, তপোধীর. *উপন্যাসের সময়.* কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০০৯.
- ভট্টাচার্য, তপোধীর. *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৬.

- ভট্টাচার্য, তপোধীর. *মননে ও সাহিত্যে.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭.
- ভট্টাচার্য, দেবীপদ. *উপন্যাসের কথা.* কলকাতা: জি.এ.ই. পাবলিশার্স, ১৯৬১.
- ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ. *ন্যারেটলজি: ছোটোগল্প: ছোটোদের গল্প.* কলকাতা: কোরক, ২০১৪.
- ভট্টাচার্য, শঙ্কর. *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৯২-১৯০০.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২.
- ভাদুড়ী, সতীনাথ. "জাগরী." *সতীনাথ গ্রন্থাবলী ১*-এ, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ এবং নির্মাল্য আচার্য. কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৯.
- মজুমদার, অভিজিৎ. *শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৭.
- মজুমদার, কমলকুমার. "নিম অন্নপূর্ণা." *হীরক সংগ্রহ গল্প*-এ, সম্পাদনা রমাপদ চৌধুরী. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭.
- মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার. *বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৭.
- মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র. *ন্যারেটোলজি.* কলকাতা: তবুও প্রয়াস, ২০২২.
- মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু. "কোলাজ." *উপন্যাস সমগ্র ১*-এ. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০.
- মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু. *উপন্যাস সমগ্র ১.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০.
- রক্ষিত, মলয়. *বাংলা থিয়েটারের অন্য ইতিহাস.* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৭.

- রায়, দেবেশ. *উপন্যাস নিয়ে.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৩.
- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ. *বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা.* কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৪ [১৯৮৭].
- রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ. *রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প.* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭.
- লাহিড়ী, রণবীর. *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান.* কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১১.
- শ', রামেশ্বর. *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৬.
- সরকার, পবিত্র. *কথাসূত্র.* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৪১০ [২০০৩].
- সান্যাল, ভবানী গোপাল, সম্পাদক. "গীতিকাব্য." *বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ*-এ. কলকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭১.
- সিংহ, তপন. *মনে পড়ে.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫.
- সেন, সুকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬.
- সেন, সুকুমার. *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস.* দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫.
- হক, মাহবুবুল. *ইতিহাস ও সাহিত্য.* ঢাকা: লেকচার পাবলিকেশন, ২০১৬.
- হালদার, গোপাল. *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (দ্বিতীয় খণ্ড).* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৪০১ [১৯৯৪].

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ

- Abbott, Porter H. *The Cambridge Introduction to Narrative*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Abrams, M. H. *A Glossary of Literary Terms*. Singapore: Harcourt College Publishers, 2000.
- Aeschylus. *The Oresteia*. Translated by George Theodoridis. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
- Bakhtin, M. M. *The Dialogic Imagination*. Edited by Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981.
- Bal, Mieke, ed. *Narrative Theory: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. Vol. 1. London: Routledge, 2004.
- Bal, Mieke. *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*. Toronto: University of Toronto Press, 1999.
- Barry, Peter. *Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory*. New Delhi: Viva Books Private Limited, 2008.
- Barthes, Roland, and Lionel Duisit. "An Introduction to the Structural Analysis of Narrative." *New Literary History* 6, no. 2 (Winter 1975): 237–72. https://doi.org/10.2307/468419.
- Barthes, Roland. *S/Z*. Translated by Richard Miller. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.
- Bertens, Hans. *Literary Theory: The Basics*. London: Routledge, 2001.
- Bhattacharya, Ramkrishna. "Grammatical Approach to Narrative: A Note of Dissent." Accessed August 25, 2024. https://www.academia.edu/11678830/Grammatical_Approach_to_Narrative_A_Note_of_Dissent.

- Booth, Wayne C. *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
- Bradford, Richard. *Stylistics*. London: Routledge, 1997.
- Bremond, Claude. "The Logic of Narrative Possibilities." *New Literary History* 11, no. 3 (1980): 387–411.
- Carter, David. *Literary Theory*. Harpenden: Pocket Essentials, 2006. Accessed September 29, 2024. www.pocketessentials.com.
- Chatman, Seymour. *Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990.
- Chatman, Seymour. *Reading Narrative Fiction*. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
- Chatman, Seymour. *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980.
- Cohan, Steven, and Linda M. Shires. *Telling Stories: A Theoretical Analysis of Narrative Fiction*. London: Routledge, 1988.
- Currie, Mark. *Postmodern Narrative Theory*. Basingstoke: Macmillan Press, 1998.
- Das, Sisir Kumar. *A History of Indian Literature, 1911–1956*. Delhi: Sahitya Akademi, 1955.
- Datta, Amaresh, ed. *Encyclopaedia of Indian Literature*. Vol. 1. Delhi: Sahitya Akademi, 1987.
- Ferraro, Guido. "On Growth and Form of Narrative Structures." In *Morphogenesis and Individuation*, edited by Alessandro Sarti, Federico Montanari, and Francesco Galofaro, 127–50. Berlin: Springer, 2014.
- Fludernik, Monika. *An Introduction to Narratology*. London: Routledge, 2009.

- Forster, E. M. *Aspects of the Novel*. New York: Harcourt, 1955.
- Frow, John. *Character and Person*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Genette, Gérard. *Narrative Discourse Revisited*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.
- Genette, Gérard. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Translated by Jane E. Lewin. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
- Hawkes, Terence. *Structuralism and Semiotics*. London: Routledge, 2004.
- Herman, David, ed. *Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis*. Columbus: Ohio State University Press, 1999.
- Herman, David, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan. *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*. London: Routledge, 2005.
- Herman, David. *Basic Elements of Narrative*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.
- Herman, Luc, and Bart Vervaeck. *Handbook of Narrative Analysis*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2005.
- Jahn, Manfred. "Focalization." In *The Cambridge Companion to Narrative*, edited by David Herman, 94–108. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Jahn, Manfred. "Narratology: A Guide to the Theory of Narrative." Accessed November 20, 2024. http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm.
- James, Henry. "The Art of Fiction." *Virgil.org*. Accessed January 2, 2025, 10:05 a.m. http://www.virgil.org.
- Kitto, H. D. F. *Greek Tragedy*. London: Methuen, 1939.

- Lal, Ananda, ed. *Theatres of India: A Concise Companion*. New Delhi: Oxford University Press, 2009.
- Levi-Strauss, Claude. *Structural Anthropology*. Translated by Claire Jacobson and Brooke Schoepf. New York: Basic Books, 1963.
- Lewin, Jane E., trans. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. By Gérard Genette. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
- Lubbock, Percy. *The Craft of Fiction*. London: Jonathan Cape, 1960.
- Mukharjee, Sushil Kumar. *The Story of Calcutta Theatres, 1753–1980*. Kolkata: K. P. Bagchi and Company, 1982.
- Mullan, John. *How Novels Work*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- O'Neill, Patrick. *Fictions of Discourse: Reading Narrative Theory*. Toronto: University of Toronto Press, 1996.
- Phelan, James. *Narrative as Rhetoric: Technique, Audiences, Ethics, Ideology*. Columbus: Ohio State University Press, 1996.
- Prince, Gerald. *A Dictionary of Narratology*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2003.
- Prince, Gerald. *A Grammar of Stories*. The Hague: Mouton, 1973.
- Prince, Gerald. *Narratology: The Form and Functioning of Narrative*. New York: Mouton Publishers, 1982.
- Propp, Vladimir. *Morphology of the Folktale*. Translated by Laurence Scott. Austin: University of Texas Press, 2009.
- Richardson, Brian. *Narrative Beginnings: Theories and Practices*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2008.

- Ricoeur, Paul. *Time and Narrative*. Vol. 2. Translated by Kathleen McLaughlin and David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Ronen, Ruth. *Possible Worlds in Literary Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Translated by Wade Baskin. Edited by Perry Meisel and Haun Saussy. New York: Columbia University Press, 1959.
- Schmid, Wolf. *Narratology: An Introduction*. New York: De Gruyter, 2010.
- Schmitz, Thomas A. *Modern Literary Theory and Ancient Texts: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
- Scholes, Robert. "Language, Narrative, and Anti-Narrative." In *On Narrative*, edited by W. J. T. Mitchell, 200–208. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- Selden, Raman, ed. *The Cambridge History of Literary Criticism*. Vol. 8. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Selden, Raman, Peter Widdowson, and Peter Brooker. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Harlow: Pearson Longman, 2005.
- Stanton, Sarah, and Martin Banham. *Cambridge Paperback Guide to Theatre*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Stanzel, F. K. *A Theory of Narrative*. Translated by Charlotte Goedsche. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

- Todorov, Tzvetan, and Arnold Weinstein. “Structural Analysis of Narrative.” *Novel: A Forum on Fiction* 3, no. 1 (Autumn 1969): 70–76. https://doi.org/10.2307/1345003.
- Todorov, Tzvetan. *Literature and Its Theorists*. Translated by Catherine Porter. London: Routledge & Kegan Paul, 1988.
- Toolan, Michael J. *Narrative: A Critical Linguistic Introduction*. London: Routledge, 1995.
- Van Dijk, Teun A., ed. *Discourse and Literature*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995.
- Weinsheimer, Joel. “Theory of Character: Emma.” *Poetics Today* 1, no. 1/2 (Autumn 1979): 185–211.
- White, Hayden. “The Value of Narrativity in the Representation of Reality.” In *Narrative Discourse and Historical Representation*, 1–25. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.

পত্র-পত্রিকা

বাংলা পত্র-পত্রিকা

- ফুয়াদ, আফিফ (সম্পাদিত). "গোপাল হালদার সংখ্যা". *দিবারাত্রির কাব্য.* ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা. (কলকাতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫).
- ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু. সম্পাদক যুগ্ম সম্পাদক পার্থপ্রতিম কুণ্ডু. "আখ্যান ও আখ্যানতত্ত্ব". *পরিচয়,* ৮৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা. (কলকাতা: নভেম্বর'১৬ – ফেব্রুয়ারি'১৭, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ).
- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত). "আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা". *কোরক সাহিত্য পত্রিকা.* (কলকাতা: জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৯).

ইংরেজি পত্র-পত্রিকা

- Adam, Jean-Michel (Ed). "Linguistics – Narratives – Narratology." Translated by Michael Parsons. *Pratiques: Linguistique, Littérature, Didactique* 197/198 (2021): 1–21.
- Barthes, Roland, and Lionel Duisit. "An Introduction to the Structural Analysis of Narrative." *New Literary History* 6, no. 2 (Winter 1975): 237–72.
- Biwu, Shang (Ed). *Frontiers of Narrative Studies*. (Berlin: De Gruyter Brill, 2014).
- *Narrative Inquiry*. (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1991).

- Phelan, James (Ed). *Narrative*. (Columbus: Ohio State University Press, 1993).
- *Storyworlds: A Journal of Narrative Studies*. (Lincoln: University of Nebraska Press, 2009).
- Ypsilanti, Michigan (Ed). *Journal of Narrative Theory*. (Ypsilanti: Department of English, Eastern Michigan University, 1971).

বৈদ্যুতিন তথ্য

- Adam, Jean-Michel. "Linguistics – Narratives – Narratology." Translated by Michael Parsons. *Pratiques: Linguistique, Littérature, Didactique* 197/198 (2021): 1–21.
- Barthes, Roland, and Lionel Duisit. "An Introduction to the Structural Analysis of Narrative." *New Literary History* 6, no. 2 (Winter 1975): 237–72. https://doi.org/10.2307/468419.
- *Discourse Analyzer AI Toolkit*. "Key Theories and Theorists in Narrative Discourse Analysis." Accessed June 26, 2025. https://discourseanalyzer.com/key-theories-and-theorists-in-narrative-discourse-analysis/.
- *English Studies*. "Narrative Structure in Literature & Literary Theory." Accessed November 15, 2023. https://english-studies.net/narrative-structure-in-literature-literary-theory/.
- *Frontiers of Narrative Studies*. Berlin: De Gruyter Brill, 2014–. https://www.degruyterbrill.com/database/FNS.
- Jahn, Manfred. "Narratology: A Guide to the Theory of Narrative." Accessed November 20, 2024. http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm.

- *Journal of Narrative Theory*. Ypsilanti: Department of English, Eastern Michigan University, 1971–. https://www.jstor.org/journal/jnarrtheo.
- *Literariness*. “Narrative Theory.” Accessed June 26, 2025. https://literariness.org/category/narrative-theory/.
- *Narrative Inquiry*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1991–. https://benjamins.com/catalog/ni.
- *Narrative Theory Research Papers*. Academia.edu. Accessed June 26, 2025. https://www.academia.edu/Documents/in/Narrative_Theory.
- *Narrative*. Columbus: Ohio State University Press, 1993–. https://muse.jhu.edu/journal/239.
- *Project Narrative*. Ohio State University. Accessed June 26, 2025. https://projectnarrative.osu.edu.
- *Storyworlds: A Journal of Narrative Studies*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009–. https://muse.jhu.edu/journal/572.
- *StudySmarter*. “Narrative Theory.” Accessed October 9, 2024. https://www.studysmarter.co.uk/explanations/english-literature/literary-theory/narrative-theory/.
- *Todorov, Tzvetan*. “What Is Narrative?” BBC Bitesize. Accessed June 26, 2025. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z2gccqt/revision/1.